দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 FEB 2008
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার প্রস্তুতি

ভর্তি বাণিজ্যে ১১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

॥ অপূর্ব আলাউদ্দিন ॥

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহানা আরা বেগমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে ভর্তি দুর্নীতিসহ প্রতিষ্ঠানের টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে দুদক। অপরদিকে একই প্রতিষ্ঠানের সাবেক হিসাব রক্ষক জহিরুল ইসলামের নামে-বেনামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। শীঘ্রই তার সম্পত্তির হিসাবের বিবরণী চেয়ে দুদক তাকে নোটিস পাঠাবে।

দুদক সূত্র জানায়, উক্ত অধ্যক্ষ কতিপয় শিক্ষকের যোগসাজশে মেধাকে উপেক্ষা করে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ৬ শতাধিক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করেন। এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় তিনি কতিপয় শিক্ষকের যোগসাজশে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক তদন্ত চালিয়ে দুদকে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনটির ভিত্তিতে (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

মতিঝিল আইডিয়াল

(১৬শ পৃঃ পর)

দুদকের সহকারী পরিচালক রাহিলা খাতুন বিষয়টি খতিয়ে এর সত্যতা খুঁজে পান।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৭ সালে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্কুলটির প্রধান শাখা মতিঝিলের প্রভাতীতে ৩৫০টি ও বনশ্রী শাখায় ৩১০টি সিট খালি ছিল। স্কুলের মতিঝিল শাখায় প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং নবম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৮ হাজার ৯৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করে। অপরদিকে বনশ্রী শাখার জন্য ৪ হাজার ৪০৭ জন আবেদন করে। মতিঝিল শাখায় ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৯২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৬৬ জন এবং বনশ্রী শাখায় উত্তীর্ণ ২১৭ জনের মধ্যে ১৮৩ জনকে ভর্তি করা হয়। ২০০৭ সালের ১৪ জানুয়ারি মতিঝিল শাখায় ২৯৩ জন এবং ২৫ জানুয়ারি বনশ্রী শাখায় ২২৫ জনকে ভর্তি করা হয়।

ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় মতিঝিল শাখায় বালকদের জন্য সর্বনিম্ন ৬৫ দশমিক ৫ নম্বর ও বালিকাদের জন্য ৬৪ নম্বর এবং বনশ্রী শাখায় বালকদের জন্য সর্বনিম্ন ৭৮ ও বালিকাদের জন্য ৮২ দশমিক ৫ নম্বর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় শূন্য থেকে ৩০ নম্বর প্রাপ্ত ২৪৪ জনকে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে মতিঝিল শাখায় ১৭২ জন এবং বনশ্রী শাখায় ৭২ জনকে ভর্তি করা হয়। এছাড়া আবেদন করেনি এমন ১৬৩ জনকে ভর্তি করা হয়। এই ভর্তির ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের নির্দেশে উন্নয়ন ফি'র নামে জনপ্রতি ৪০ হাজার ৪শ' টাকা নেয়া হয়েছে। এছাড়া অনুদান নেয়া হয়েছে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা করে। এভাবে মোট ১১ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়।

এদিকে একই প্রতিষ্ঠানের সাবেক হিসাবরক্ষক জহিরুল ইসলামের নামে-বেনামে কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। তার নামে বনশ্রীতে সাড়ে ৬তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ি, বসুন্ধরায় ৫ কাঠার একটি জমি, নর্থপাড়ায় একটি টিনশেড বাড়ি, মাতুয়াইলসহ রাজধানীর আশেপাশে ৩ একর জমি এবং শরীয়তপুরে এক একর জমি রয়েছে। শীঘ্রই দুদক তার কাছে সম্পত্তির হিসাবের বিবরণী চেয়ে নোটিস পাঠাবে।